

সনাতন ও বিজ্ঞান

-Projjwal Mandal

ধর্ম রক্ষতিঃ রক্ষিতঃ

অহিংসা পরমো ধর্ম

ধর্ম হিংসা তথৈ বচঃ

দীর্ঘ সময় ধরে মুঘল শাসন ও পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসনকালে বিদেশিদের অত্যাচারে অখণ্ড ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও রীতিনীতি ও তার বৈজ্ঞানিক আধার সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়ায় স্থান গুরুকুল প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে বর্তমানে অধিকাংশ সনাতনী তাদের হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি ও তার বৈজ্ঞানিক আধার বা ভিত্তি সম্পর্কে অবগত নয়। ধর্মের স্বার্থে, ধর্মের পুনঃস্থাপনের জন্য আমি সনাতন ধর্মের বৈজ্ঞানিক আধার ও সনাতন গ্রন্থের বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

প্রশ্নঃ

1) হিন্দু ধর্মের 108 সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ কেনো?

হিন্দু ধর্মের দেবতাদের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র অন্যতম, ঋগ্বেদে এবং প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে -

ক) পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সূর্যের ব্যাসের 108 গুন।

খ) পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব হল চন্দ্রের ব্যাসের ১০৮ গুন।

তাই আমরা পৃথিবী থেকে চন্দ্র ও সূর্যকে একই আকারে দেখতে পাই।

উপরিউক্ত কারণ ক) এবং খ) এর কারণে আমাদের প্রার্থনার মন্ত্রের অধিকাংশ জপমালার সংখ্যা 108 হয়ে থাকে।

2) বেদে সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

যত ত্বা সূর্য স্বর্ভানু স্তমসাবিধ্যাদাসুরঃ।

অক্ষত্রবিধ যথা মুক্কা ভুবনান্যদীধয়ুঃ।।

ঋগ্বেদ, ০৫।৪০।০৫

অর্থঃ- হে সূর্য যাকে (চাঁদ) তুমি তোমার নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করেছ, তাঁর (চাঁদের) দ্বারা যখন তুমি আচ্ছাদিত হও, তখন আকস্মিক অন্ধকারে পৃথিবী ভীত হয়।

3) বেদে মাধ্যাকর্ষন শক্তির উল্লেখ

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, সূর্য পৃথিবীসহ সৌরজগতের সমস্ত গ্রহদিকে মাধ্যাকর্ষন শক্তির প্রভাবে ধরে রেখেছে, এর জন্যই কেউই তার নিজস্ব কক্ষপথ থেকে ছিটকে যায় না। এবং প্রত্যেকে সূর্যের সাথে আকাশগঙ্গা ছায়াপথকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্যের এই গতিশীলতা ও মাধ্যাকর্ষন শক্তি বিষয়ে পবিত্র ঋগ্বেদের ১/৩৫/২ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে, “সূর্য তারা আকর্ষন দ্বারা পৃথিবী আদি লোক লোকান্তরকে সঙ্গে রেখে, নশ্বর অবিনশ্বর উভয় পদার্থকে নিজ কার্যে নিযুক্ত রেখে এবং মাধ্যাকর্ষন রূপ রথে চড়ে যেন সারা লোক লোকান্তরকে দেখতে গমন করছে।

4) বেদে উল্লিখিত চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে চাঁদের কোন আলো নেই, চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে পৃথিবীকে আলো প্রদান করে। ঠিক একই ধরনের কথা বলা হয়েছে পবিত্র বেদে, ঋগ্বেদে ১/৮৪/১৫ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে। চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে পৃথিবীকে আলো প্রদান করে। পবিত্র ঋগ্বেদের ১০।৮৫/৯ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে সূর্য চন্দ্রকে নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করে।

5) বেদ অনুসারে গ্রহের সংখ্যা ৪টি।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতো পবিত্র বেদে বর্ণিত গ্রহসংখ্যাও ৮টি, International Astronomical Union কর্তৃক চূড়ান্ত গ্রহতালিকা অনুযায়ী সৌর জগতে মোট গ্রহ হল ৮টি, গ্রহসম্পর্কে পবিত্র ঋগ্বেদের ১০।৫৫।৩ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে “হে দীপ্যমান তুমি ব্যপ্ত হয়ে আছ এই অবনীতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, পঞ্চ পদার্থে, সপ্তলোকে, সাত আলোকরশ্মিতে ও সকল ঋতুতে।” মন্ত্রে উল্লিখিত অবনী অর্থ হলো পৃথিবী এবং সপ্তলোক, অর্থ হল ৭ টি গ্রহসমূহ অর্থাৎ পবিত্র বেদে পৃথিবীসহ মেআট ৮টি গ্রহের কথা বলা হয়েছে।

6) হিন্দু মতে সৌর বছর

আধুনিক সৌর বছর গননার সাথে প্রাচীন ভারতীয় সৌর বছর গননার পার্থক্য মাত্র ২৪ মিনিট, আধুনিক সৌর বছর গননা অনুযায়ী ১ বছর সমান ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড অপরদিকে বিখ্যাত আৰ্য গণিতবিদ আৰ্যভট্ট ও বরাহ মিহিরের হিসাব অনুযায়ী এক বছর সমান হলো, $15999119700/8720000 = 365.25625$ দিন। অর্থাৎ ১ বছর সমান ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ১২ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড। যা উৎকৃষ্ট ও সত্যিই বিস্ময় কর।

7) হনুমান চালীসা তে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব

অনেকেই জানেন যে হনুমান চালীসাতে একটি লাইন বলা আছে - “যুগ সহস্র যোজন পর ভানু, লীল্যো তাই মধুর ফল জানু।”

১ যুগ = ১২০০০ বছর। ১ সহস্র = ১০০০। ১ যোজন = ৮ মাইল

যুগ X সহস্র X যোজন = এক ভানু

১২০০০ X ১০০০ X ৮ মাইল = ৯৬০০০০০০ মাইল

১ মাইল = ১.৬ কিমি।

অর্থাৎ ৯৬০০০০০০ মাইল = ৯৬০০০০০০ X ১.৬ কিমি

= ১৫৩৬০০০০০০ কিমি

ইহা হল পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, নাসা (NASA) বলেছে এটাই পৃথিবী থেকে, সূর্যের প্রকৃত দূরত্ব। যা প্রমান করে ভগবান বীর হনুমান ছোটবেলায় লাফ দিয়েছিল সূর্যকে, মধুর ফল ভেবে খাবার জন্য। এটা আশ্চর্যজনক ভাবে অর্থবহ এবং এটা বর্তমান যুগেও সত্য।

8) বেদে উল্লিখিত সূর্যের নিজ অক্ষের উপর আবর্তন ও পরিক্রমণ

যজুর্বেদের ৩৩/৪৩ নং মন্ত্রে লেখা আছে “সূর্য তার গ্রহদের নিয়ে (ছিন্ন অংশ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় নিজ কক্ষপথে ও নিজের অক্ষে প্রদক্ষিণ করে।

9) আয়ুর্বেদ ও শল্য বিজ্ঞানে হিন্দুর অবদান

হাজার হাজার বছর আগে পশ্চাত্যের ওষধ আবিষ্কারের বহু পূর্বেই প্রায় ১০০০০০ ভেষজ উদ্ভিদের কথা উল্লেখ করে গেছেন। মহর্ষি চরক তাঁর চরক সংহিতা গ্রন্থে, যার জন্য পৃথিবী বিখ্যাত।

মহর্ষি Sushruta প্রায় ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে তাঁর “সুশ্রুত সংহিতা” বইতে লিখে গেছেন। আমাদের শরীরে ৯০০ অস্থিসন্ধি বা লিগামেন্ট আছে এবং এই লিগামেন্ট ৪ প্রকারের হয়। এই বইতে তিনি শল্য চিকিৎসার কথা লিখে গেছেন। এই মহর্ষি সুশ্রুতকে শল্যচিকিৎসা বা সার্জারির জনক বলা হয়।

10) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার খ্রিষ্টীয় ১২ শতকে নিউটনের প্রায় ৫০০ বছর পূর্বেই মহান গণিতবিদ ভাস্কারাচার্য মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে ধারণা দেন।

11) গতিবিদ্যায় কনাদের অবদান

কনাদ আইস্যাক নিউটনের বহু পূর্বেই গতিবিদ্যার সূত্র আবিষ্কার করেন।

(বৈশাখিক সূত্র ৫ম অধ্যায় ১ম আঙ্কিক :)

“সমযোগাভাবে গুরুত্বাত্ পতনম।।” (বৈশাখিক সূত্র ৫/১/৭)

অর্থাৎ, সমযোগের অভাবে (বহিরাগত বা বাহ্যিক শক্তির অভাবে) কোনো বস্তু তার গুরুত্ব (ভার) এর জন্য পতিত হয়।

নিউটনের প্রথম সূত্র :- কোনো বাহ্যিক বল না ক্রিয়া করলে কোনো গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকবে।

“নোদনবিশেষাভাবাত্তোদ্রধ্বং ন তিয়ঞ্জ মনম” (বৈশাখিক - ৫।১।৮)

কোনো বস্তুর উপর, বাহ্যিক বল (নোদন)

প্রয়োগ না হলে বস্তুটি উর্দ্ধদিকে, পশ্চাদিকে বা তির্যকদিকে ধাবিত হবে না এবং বস্তুটি স্থির থাকবে।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র : বস্তুর ভর m ত্বরণ a হলে প্রযুক্ত বল (F)

হলে, $F = ma$

“প্রয়ত্নবিশেষান্নোদনবিশেষঃ।।

(বৈশাখিক সূত্র ৫।১/৯)

অর্থাৎ, বিশেষ বলে কাজ হলে (প্রয়ত্নবিশেষ) তার বিপরীত কাজও (নোদনবিশেষ) ঘটত হইবে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র : ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমান ও বিপরিত।

“নোদনবিশেষ:দুদাসনাবিশেষ” (বৈশাখিক ৫।১।১০)

বস্তুর কিছু নির্দিষ্ট বা বিশেষ উর্দ্ধগতি (উদাসনা) হয় কিছু বিশেষ ক্রিয়ার কারণে (বিশেষ: নোদন)

12) টোনোস্কোপে ওম্ শব্দের আকৃতির সঙ্গে শ্রীযন্ত্রের মিল

শব্দতরঙ্গকে যন্ত্রের মাধ্যমে আকারদান করা যায়। এই যন্ত্রকে টোনোস্কোপ বলা হয়।

প্রাচীন ভারতে ঋষিরা ধ্যানের সাহায্যে শ্রীযন্ত্র বা ওম মন্ডল কে অঙ্কন করেছিলেন কল্পনার মাধ্যমে

বর্তমানে টোনোস্কোপ যন্ত্রে “ওম” শব্দকে প্রতিফলিত করানোর পর সেই শব্দতরঙ্গের আকার শ্রীযন্ত্রের মতোই লক্ষ্য করা গেছে। প্রাচীন ঋষিদের বিজ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন বা প্রমাণ এখানেই লক্ষ্য করা যায়।

13) শূন্য (Zero) এবং পাই (π) এর মান আবিষ্কার :

প্রাচীন ভারতীয় সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট শূন্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি আর্যভট্টিয়াম নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে r এর মান নির্ধারণ করেছিলেন। আর্কিমিডিসের বহু পূর্বেই।

14) পবিত্র বেদে পৃথিবী এর সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণের প্রমাণ

ঋগ্বেদের ১০/২২/১৪ নং মন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে পৃথিবী তার উপর অবস্থিত সমস্ত বস্তুকে নিয়ে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করে। কোপারনিকাস এর বহু পূর্বেই ঋগ্বেদে এই সত্য কথার উল্লেখ আছে।

15) পবিত্র বেদে চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণের উল্লেখ

ঋগ্বেদের ১০/১৮৯/১ নং মন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং তার সঙ্গে তার জন্মদাতা সূর্যকেও (জলন্ত) অনুসরণ করে প্রদক্ষিণ করে।

16) আর্যভট্টিয়াম গ্রন্থের বিজ্ঞান

আর্যভট্ট তাঁর আর্যভট্টিয়াম নামক গ্রন্থে বিভিন্ন গ্রহের ব্যাস, তাদের কক্ষপথ, সেইসব গ্রহের ঘূর্ণন সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র দিয়েছিলেন। তিনি এই সমস্ত সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রহের পরিক্রমণের সময় উল্লেখ করেছিলেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সঠিক কারণ বলেছিলেন। তাঁর সূত্রগুলির মধ্যে

২য় অধ্যায়ের ৩১ তম শ্লোক উল্লেখযোগ্য। এই শ্লোকের ফরমুলার মূল কথা হল গতিবেগ = দূরত্ব/সময়।

17) প্রাচীন ভারতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আলোচনা

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির তাঁর পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের ১৩ নং শ্লোকে ৪ নং লেখা আছে কোনো বস্তুকে (ভার) আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মাটিতে নেমে আসে। এই শ্লোকটি ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে গাণিতিকভাবে রূপ প্রদান করে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই কৃতিত্ব আইস্যাক নিউটনের ১০০০ বছর আগে ভারতীয়রা অর্জন করলেও তার কৃতিত্ব যায় নিউটনের কাছে।

18) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র

৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে বৌধায়ানা তার সুলবা সূত্র গ্রন্থে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের (সমককোনী) সূত্র লেখেন। যদিও এই সূত্রের সার যর্জুবেদে হাজার বছর পূর্বেই উল্লিখিত ছিল।

“দীর্ঘচতুরক্ষস্বাক্ষায় রজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্যগ্

মানী চ যত পৃথগ্ ভূতে কুরতস্তদুভয়ং করোতি”

ইহাকে বর্তমানে

$C^2 = A^2 + B^2$ এই সূত্র অনুসারে জানা যায়।

19) সূর্যকে সমস্ত গ্রহ পরিক্রমণ করে বেদে তার প্রমান

“পঞ্চগরচে পরিবর্তমানে তস্মিন্নাতস্থর্ভুবনানি বিশ্বা।”

(ঋগ্বেদ ১/১৬৪/১৩)

পৃথিবীসহ সমস্ত গ্রহ নিজ অক্ষের চারিদিকে এবং সূর্য কে কেন্দ্র করে আবর্তন করে।

20) রামধনু এবং লেন্সের বিজ্ঞান

শ্লোক

“কায়াত্রাপতলাস্ফটিকন্তরিতোপালাবেহ”।

(নয়া দর্শনম অধ্যায়ঃ৩, সূত্রম ৪৬, কণাদ (৮০০ খ্রি। পূ)

যে সমস্ত বস্তুকে খালিচোখে বিশ্লেষণ করা যায় না

অর্থ : সেগুলি কাঁচের তৈরি লেন্স, এবং কেলাস দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়

শ্লোক

“সূর্যস্য বিবিধবর্ণ পবনেন বিঘায়েত করঃ স ভে।

ভীয়তি ধনুহঃ সমস্থানহ য়ে দৃশ্যন্তে তদ্রিন্দ্রধনুহ।।”

(বৃহৎ সংহিতা, শ্লোক-৩৫, বরাহমিহির (খ্রিষ্টীয় ৬ শতক)

সূর্যের রশ্মির মিশ্রিত রং মেঘময় আকাশে বাতাসের দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে একটি ধনুকের মতো গঠন সৃষ্টি করে যাকে বলে রামধনু।

21) হিন্দু রীতিতে কেন তামা ব্যবহার করা হয় ?

তামা ভাইরাস এবং ব্যকটেরিয়াকে ধ্বংস করে, তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তামার পাত্রে জল রাখার কথা উল্লেখ আছে।

22) বেদে উল্লিখিত সূর্যের বিস্তৃত রূপ

ছান্দোগ্যউপনিষদে লেখা আছে সূর্যকে নিকট হতে দেখলে মনে হয় এটি যেমন মৌমাছির মধু কোঠরীর বা মধুঘরের মতো ষড়ভূজাকৃতি অংশ দিয়ে সজ্জিত জ্বলন্ত আগুনের গোলা। NASA বর্তমানে স্বীকার করেছে সূর্যকে কাছের থেকে দেখলে Honeycomb এর মতো দেখায়।

23) হিন্দুদের মন্দিরে গিয়ে ঘন্টা বাজানো উচিত কেনো ?

- আগমঃ শাস্ত্র অনুসারে ঘন্টাধ্বনি অশুভ শক্তিকে সর্বদাই দূরে রাখতে সাহায্য করে।

ঘন্টাধ্বনিকে মনে করা হয় এটি মৌলিক ধ্বনিগুলিকে প্রতিধ্বনিত করে।

ঘন্টাধ্বনি মস্তিস্কের বাম এবং ডানদিকের অংশের মধ্যে একতা বজায় রাখতে সাহায্য করে

যখনই ঘন্টাধ্বনি হয় এটা একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সৃষ্টি করে যেটা প্রায় ৭ সেকেন্ডের মতো প্রতিধ্বনি আকারে স্থায়ী হয়। এই প্রতিধ্বনির সময় আমাদেরকে দেহের ৭ চক্র (সপ্তকুন্ডলীনী) জাগ্রত করতে সাহায্য করে।

24) দ্বিঘাত সমীকরণ আবিষ্কার:

দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্র আবিষ্কার করেন শ্রীধর আচার্য। যিনি একজন হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন - তাঁর সূত্রটি হল -

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

এই ফর্মুলা এখনও সবাই দ্বিঘাত সমীকরণে ব্যবহার করেন

25) রসায়নে হিন্দুদের অবদান :

প্রাচীন ভারতীয় রসায়নবিদ নাগার্জুন বিভিন্ন ধাতু ও রাসায়নিক পদার্থের উপর পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করেছিলেন। সোনাকে উজ্জ্বল করা ও সোনাকে অলঙ্কার হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার প্রথম ব্যাখ্যা তিনি দেন।

26) প্রাচীন স্থাপত্যে হিন্দুদের অবদান :

রাজা ভোজের “সমরঙ্গন সূত্রধর” গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন হিন্দু স্থাপত্য তৈরির কৌশল জানতে পারা যায়।

27) বৈমানিকা শাস্ত্র :

মহর্ষি ভরদ্বাজের ‘বৈমানিকা শাস্ত্র’

গ্রন্থ থেকে প্রচীন ভারতে বিমান তৈরির কথা জানা যায়।

28) হুৎপিন্ড নিয়ে ধারণা :

হুৎপিন্ড সম্পর্কে প্রথম ধারণা উইলিয়াম হার্ভে দেননি দিয়েছিলেন আমাদের মুনি ঋষিরা প্রায় ৭০০০ বছর পূর্বেই “নাড়ি ধ্যানম” গ্রন্থে হুৎপিন্ড সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

খ্রিষ্টীয় ১২ শতকে মাধব কর নামক চিকিৎসাবিদ হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেন।

29) স্পেকটোমিটার জাতীয় যন্ত্রের আবিষ্কার

মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁর “যন্ত্র সর্বস্ব” গ্রন্থে স্পেকটোমিটার জাতীয় যন্ত্রের ধারণা দিয়ে গেছেন।

30) অগ্যস্তমুনির আবিষ্কার :

আমরা জানি অ্যালোসান্দ্রো ভোল্টা তড়িৎকোশ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু অগ্যস্তমুনি প্রায় 8000 বছর পূর্বে এই সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে গেছেন। জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্পর্কেও তিনিই ধারণা দেন।

31) বাইনারি সিস্টেমের আবিষ্কার

পিঙ্গলাচার্য সর্বপ্রথম বাইনারি সম্পর্কে ধারণা দেন

32) সূর্যসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থ :- কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও এর বছ পূর্বেই “সূর্যসিদ্ধান্তিকা” গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে

33) ওমকার শব্দ : মানুষ স্বাভাবিকভাবে ওম (AUM) এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে বাকিসমস্ত শব্দ এই তিনটি শব্দের মিশ্রনে সৃষ্টি হয়।

এই তিনটি শব্দ আমাদের শরীরের মধ্যে অবস্থিত ৭২০০ নাড়ি কে স্পর্শ করতে পারে।

কেবলমাত্র এই তিনটি শব্দই মানুষ তার জিহ্বাকে কেটে দিলেও বা জিহ্বা ছাড়াই উচ্চারণ করতে পারে।

পরমানু তত্ত্বের প্রাথমিক আবিষ্কার : ঋষি কনাদ সর্বপ্রথম বলেন কোনো পদার্থকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙ্গা যায়। এগুলিকে অনু বলে। পরবর্তীকালে এই তত্ত্ব বিস্তার লাভ করে এবং জন ডালটন পরমানু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

- ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র : বিখ্যাত হিন্দু গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসুতসিদ্ধান্তে অন্ত: বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের বিখ্যাত সূত্র পাওয়া যায়। ব্রহ্মগুপ্ত এই সূত্রটি আবিষ্কার করেন। এই সূত্র এখনও সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়।

$$\text{সূত্রটি হল} = \text{চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল} = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

তিনিই প্রথম বলেন - দুটি পজিটিভ নাম্বারের ভাগফল এবং দুটো নেগেটিভ নাম্বারের ভাগফল উভয়ই পজিটিভ 0 কে পজিটিভ বা নেগেটিভ দিয়ে ভাগ করলে 0 ই পাওয়া যাবে।

- আলোর গতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান : - বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত সায়ন : এর ধারাভাষ্যে তিনি ঋগ্বেদের ১.৫০.৪ মন্ত্রে ধারাভাষ্য দিতে বলেছেন যে সূর্যকে সম্মান জানিয়ে সূর্য আলো ২২০২ যোজন পথ অতিক্রম করে অর্ধক নিমেষে। যার বর্তমান হল ১৮৫,০১৬.১৬৯ মাইল/সেকেন্ড, বিজ্ঞান প্রমানিত আধুনিক মান হল ১৮৬,২৮২.৩৯৭ মাইল/সেকেন্ড, যা বর্তমানে বিজ্ঞান প্রমানিত মানের কাছাকাছি সায়ন : এই ধারাভাষ্যটি দিয়েছিলেন ১৬ শতক (খ্রিষ্টীয়.)
- বিভিন্ন বিদ্যায় হিন্দুদের জনক :
 - ক) জ্যোতিষের জনক :- আর্যভট্ট, বরাহমিহির।
 - খ) অস্ত্রোপচারের জনক : চরক
 - গ) যোগের জনক : পতঞ্জলি
 - ঘ) অ্যারো ডায়নামিক্সের জনক : মায়াসুর
 - ঙ) মেডিসিনের জনক : ধন্বন্তরি
 - চ) আলকেমির জনক : নাগার্জুন (প্রঞ্জাপারমিতা গ্রন্থ)
 - ছ) ব্যাকরণের জনক পানিনি
- মনুসংহিতায় উদ্ভিদের প্রানের উল্লেখ : মনুসংহিতায় লেখা আছে যে উদ্ভিদ বীজ হতে উৎপন্ন হয় এবং ইহার প্রান আছে।

পবিত্র বেদে জলচক্রের উল্লেখ :

উদীরয়ত মরুত : সমুদ্রতস্তেষো অর্কো নভ উৎপাতয়াথা।

মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপ: পৃথিবীং তর্পয়ন্তু।।অথর্ববেদ

৪/১৫/৫

অর্থ : - সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে

এই সমুদ্রের জল বাতাসের মাধ্যমে আকাশে উত্তোলিত হোক এবং গর্জনশীল মেঘ হতে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির জল প্রবলভাবে বর্ষিত হয়ে পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করুক।